দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 DEC 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

# কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা

মোঃ নূরুল্লাহ

কৃষি প্রধান দেশ বাংলাদেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, আর আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগই আসে কৃষি বা কৃষিজাত পণ্য রফতানী করে। সুতরাং কৃষির উন্নতি মানেই দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি। তাই জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই কৃষির আধুনিকায়ন ও তার দ্রুত সম্প্রসারণ অগ্রাধিকার পাওয়া অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণের কোনো অবকাশ নেই। অথচ কৃষির এই গুরুত্বকে স্বীকার করে আমরা যখন এর বাস্তব অবস্থার দিকেই তাকাই তখন দেখি, এতে আমাদের চেতনার প্রতিফলন আজ পর্যন্ত সামান্যই ঘটেছে।

বাংলাদেশে কৃষির সার্বিক উন্নতি সাধন করতে চাইলে আজ প্রথমেই যা দরকার তাহলো কৃষি শিক্ষার আধুনিকায়ন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ব্যাপকভাবে কৃষির উপর গবেষণা পরিচালনা করা। সম্প্রতি কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের এক সেমিনারে কৃষি বিশ্ববিদ্যায়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মুহাম্মদ আসাদুর রহমান এ কথাগুলোই বলেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত না করার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে বিদেশী প্রযুক্তি আমাদের আবহাওয়ার অনেক সময় কাজে লাগে না। তাই লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে হবে। তিনি বলেন, হাজার বছর আগেকার কৃষি ও আজকের কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

সেই সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাকার গ্রামীণ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে আসছে। আমাদের কৃষক সমগ্র জাতির জন্য খাদ্য যুগিয়ে থাকেন এবং অন্যান্য কাঁচামাল তারাই আমাদের জন্য উৎপাদন করে থাকেন। অথচ, পৃথিবী জুড়ে আজ নিত্যনতুন যে প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তাঁদের অধিকাংশই আজো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আজ এ দেশে কৃষি শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, একথা সত্য। তবে, এই শিক্ষা কৃষকদের কতটুকু উপকার আহরণে সমর্থ হয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভবতঃ আজো হয়নি। পরিসংখ্যানের উপর চোখ বুলালেই এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে আসে যে, আমাদের জমির অসাধারণ উর্বরতা সত্ত্বেও সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম। এর কারণ, কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার আজো আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি, কৃষি উপকরণের পরিকল্পিত সরবরাহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমরা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছি। জাতির এই চাহিদার আলোকে প্রচলিত কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা কার্যগুলো নতুন ছাঁচে নতুন রূপে পড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের সকল চেতনা ও উদ্যমকে সংহত করা একান্তভাবে দরকার। এ-ব্যাপারে আর বিলম্ব করা কোন মতেই সমীচীন হবে না।

বস্তুতঃ কৃষি একটি প্রয়োগিক বিজ্ঞান। কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা তাই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এরা পরস্পরকে পরিপুষ্ট করে থাকে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির বিকাশ তাই কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কৃষি শিক্ষার পাঠক্রমে সর্বাধুনিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পাঠক্রমের সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেমিনারে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বেলগাছিয়ার ভেটেরিনারী কলেজ ও তেজগাঁও কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক যে কৃষি শিক্ষার পত্তন বাংলাদেশে হয় তা আজ একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও একাধিক কৃষি কলেজ, ও ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ইত্যাদি গবেষণা বিকাশ লাভ করেছে। যার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানীদের সফলতা অত্যন্ত উৎসাহজনক ও আশাব্যঞ্জক। কৃষি গবেষণার ফলস্বরূপ উন্নতমানের ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ও আরো কিছু ফসল দেশে সম্প্রসারিত হয়ে কেবল যে কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করছে তা নয় বরং দেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনেও বিরাট অবদান রাখছে।

অন্যদিকে সেমিনারে উল্লেখ করা হয় যে, গবেষণা ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও প্রচুর সমস্যা রয়ে গেছে যা কৃষি বিজ্ঞানীদের জন্য বিরাট অন্তরায় স্বরূপ যেমন জমির ক্রমাগত উর্বরতা হ্রাস ও উন্নত জাতের ফসলের Productivity হ্রাস, ভূমিতে জৈব পদার্থ ও সাইক্রনুট্রিন্টে এর অভাব জমিতে সার ও পানির অসম প্রয়োগ, অতি বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যাপক ও অদক্ষ প্রয়োগ যা পোকা-মাকড় দমনে সামান্য সাহায্য করলেও প্রাণীর অর্থাৎ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাছাড়া নতুন শস্যের চাষাবাদ, উন্নতমানের সব্জি ও ফলের চাষ ও বিভিন্ন ধরনের Cropping system ও farming system -এর উপর আরো গবেষণা জাতীয় কর্তব্য হয়ে পড়েছে। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসল আমরা উৎপাদন করি সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ মৌসুমে অথচ ফসল উৎপাদনের সবচেয়ে উত্তম মৌসুম অর্থাৎ শীতকালকে আমরা ততটা গুরুত্ব দেই না। সূর্য বিকিরণের দিক থেকে, পোকা-মাকড়ের উপদ্রবের দিক থেকে ও কাজের পরিবেশের দিক থেকে এই সময়টা অর্থাৎ নভেম্বর থেকে মার্চ মাস সবচেয়ে শ্রেয় ও বহুলাংশে দুর্যোগমুক্ত। অন্যদিকে কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবনের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অন্য দেশে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অবিকল প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই নানা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে থাকে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের জলবায়ু, আমাদের মানস স্বরূপে ভিন্নতাহেতু বিদেশী প্রযুক্তির সরাসরি স্থানান্তর প্রায়শঃই কার্যকর হয় না। তাই নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ওপরেই আমাদের জোর দিতে হবে। অন্য দেশে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিকে দেশোপযোগী করে তোলার ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

বাংলাদেশ যেহেতু এখনও কৃষি প্রধান দেশ এবং রাতারাতি যেহেতু এর পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনাও কম তাই আজও কৃষি শিক্ষা গবেষণা পরিচালনা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সুতরাং কৃষির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের বিলম্ব কোন মতেই সমীচীন হবে না।